

ক্লাস নোটসঃ CC—8: 'খ' এর ২

( Class- G.G)

ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

(১৮৭৩-১৯৩১)

ঈশরগুপ্তই হাস্যরসের প্রবর্তক ও উৎকর্ষ সাধক। এরপর থেকে শুরু গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য প্যারীচাঁদ মিত্র এদের পর শুভ্র সংযত হাস্য রসের প্রবর্তন করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এরপর যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। সহজ সরল ভঙ্গিতে সহজ কথা বলাই প্রভাতকুমারের অভ্যাস। হালকা হাওয়ায় কল্পনার ঝাঁকে পালের ওপর পাল তুলে একেবারে হুহু করে ছুটে চলে। কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছ এটা বোঝবার উপায় নেই। তাঁর গল্প সর্বজন হৃদয় সংবেদ্য হয়ে ওঠার পিছনে হাস্যরস ও কৌতুকময়তাই বজায় থেকেছে। তাই তাঁকে কালজয়ী করেছে। অশ্রুনিহিত হাসি পরিবেশনে তিনি চ্যাপলিনের মতোই যাদুকারী ক্ষমতা সম্পন্ন। তাঁর হাস্যরস Satire, wit, Fun-এর প্রভাব মুক্ত। প্রভাতকুমারের গল্প সম্পর্কে মোহিতলাল মজুদার বলছেন-

“ গল্পগুলিতে একটি হাস্যজ্বল অথচ শিশির স্নিগ্ধ বাস্তব কল্পনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।...জীবনকে একটা নতুন দিক হইতে দেখিবার প্রয়াস তাহাতে নাই; কোন অন্ধকার গহ্বর বা কুটিল পথরেখার আবিষ্কার তাহার মধ্যে নাই; কেবল একটি সহজ আত্মীয়তার আনন্দে ও সহৃদয় কৌতুক হাস্যে সেগুলি সমুজ্জ্বল।”

এখানেই প্রভাতকুমার সহজসিদ্ধ —তা তাঁর গল্পগুলি আলোচনা করলে দেখতে পাই।

‘প্রণয় পরিণাম’, ‘মাস্টারমশাই’, ‘বলবান জামাতা’ ‘বিবাহের বিজ্ঞাপন’, ‘রসময়ির রসিকতা’ প্রভৃতি গল্পগুলিতে অসঙ্গতি নির্ভর wit আর fun ধারণা বিন্যাসের প্রেক্ষিতে তীর্যকতা প্রাপ্ত হয়নি। লেখক এখানে সংযত। ‘প্রণয় পরিণাম’ গল্পে দেখি হিন্দু বয়েজ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির মানিকলাল প্রতিবেশীকন্য কুসুমকে পেয়ারা পাড়তে দেখে দর্শনজাত প্রেমে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বটতলার সাহিত্য সবই তার পড়া। প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়ার দহনের তীব্রতা তার কাছেও রূপ পেল-

“ কেন দেখিলাম! হরিহরি কি দেখিলাম! দেখিলাম তো মরিলাম না কেন? —আমার মনে এ আগুন...। কে জ্বালিল রে? নিবিবে কি?

-অথচ তার বাবার এক চড়ে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে কুসুমের বিয়েতে এত বিস্তর লুচি খেল যে শরীর খারাপ করল। পাঠক এই দৃশ্যে না হেসে পারে না।

‘বলবান জামাতা’ গল্পে দেখি শ্যালিকার অপমানের প্রত্যুত্তর দিতে নলিনীর নিজেকে বলশালী করার জন্য ব্যায়ামচর্চার পর দীর্ঘদিন পর যখন সে শ্বশুরবাড়িতে আসে তখন ‘নবীন কোমল বেশ ধারী’ জামাইকে বলবান রূপে দেখে চিনতে না পেরে মহেন্দ্রবাবু যখন বললেন-

“বেটা জুয়োচোরা তুমি শ্বশুর চেনো, আমি জামাই চিনি না” —এই কথা বলার মধ্যে হাস্যরস ফুটে ওঠে। তাছাড়া রমণীশোভন কমনীয়তার কলঙ্ক থেকে মুক্তি হবার চেষ্টায় নলিনীকান্তের ডাম্বেল-সাধনা লেখকের প্রচ্ছন্ন কৌতুকের বিষয়ীভূত হবার ফলেই গল্পের হাস্যরস জীবনের তাপে দানা বাঁধার সুযোগ পেয়েছে।

‘বিবাহের বিজ্ঞাপন’ গল্পে চুরির জালিয়ায়াতিতে পড়ে রাম অবতারের অশেষে দুর্গতি ঘটে। ‘রসময়ীর রসিকতা’য় স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধ করার জন্য রসময়ীর পদ্য লিখনের প্রচেষ্টার বর্ণনার মধ্যেই রসিকতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

বিধিনিষেধের সীমা টেনে জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যে যে কৌতুক বর্তমান তার প্রকাশ ঘটেছে। ‘নিষিদ্ধ ফল’ গল্পে আঘাত নেই আছে চক্রহাস্য। সমাজ জীবনের শাস্তিদান ও পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্যে যে অনাচার ও অন্যায লুকিয়ে থাকে ‘পোষ্ট মাস্টার’ গল্পে —তা ফুটে উঠেছে। কিন্তু হাস্যরসের বিষয় হল লম্পট বিমলচন্দ্র সরকারী অর্থ রক্ষার আশ্রয় প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত হয়েছে। ‘খোকার কাণ্ড’ গল্পে স্বামী-স্ত্রীর বিশ্বাসের বিরোধকে অবলম্বন করে হাস্যরস দানা বেঁধেছে। কিন্তু তৎকালীন হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের বিরোধটি লেখক কৌশলে এড়িয়ে গেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, তাঁর অধিকাংশ গল্পই যে হাস্যরসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তা নয়। এমন কী তাঁর গল্পে জীবনের গভীরতা না থাকলেও এমন নয় যে, জীবনের রুদ্র মুখ তিনি দেখেননি। দেখেছেন বলেই তাকে রঙ্গ রসিকতায় ঢেকে রাখেন। জীবনের সমুদ্র মন্থনে বিষপান করে পাঠকদের দেন হাসির জীবনের সমুদ্র মন্থনে বিষপান করে পাঠকদের হাসির অমৃতটুকু। মানুষের জীবনের কাল্লাহাসি যা তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তাকেই তিনি গল্পে তুলে ধরেছেন। সেগুলি যেন চলতি জীবনের ভাসমান একটুকরো ছবি। ফলে তিনি অন্যান্য বিষয়ে গল্প লিখলেও হাস্য কৌতুক গল্প রচনাতে তিনি সহজ সিদ্ধ হয়ে ওঠেন। কারণ তাঁর পরিমিত বোধ, সিচুয়েশন সৃষ্টি, দরদী জীবন দৃষ্টির জন্য অনতি গভীর জীবনের চলচ্ছবির ভিতর থেকে জীবনের মজাটুকু নিঙড়ে নিতেই তিনি বেশি আগ্রহী। ফলে কৌতুকরসের গল্প রচনায় তিনি সহজ সিদ্ধ।